রোহিঙ্গা

ভাষা সংক্রান্ত তথ্যপত্র

রোহিঙ্গা এবং চাটগাঁইয়া ভাষায় বেশ মিল রয়েছে এবং পরস্পরের ভাষা সহজে বুঝতে পারেন। তবে, উচ্চারণের পার্থক্য এবং অন্য ভাষার সংস্পর্শে আসার কারণে কিছু বিশেষ শব্দ এবং ধারনা বোঝা বেশ কঠিন।

রোহিঙ্গা হচ্ছে এমন এক কথ্য ভাষা যার কোনো আদর্শ লিখিত রূপ নেই। বিভিন্ন সময়ে আরবি, উর্দু এবং ল্যাটিন হরফে, আর সেই সাথে রোহিঙ্গাদের নিজেদের তৈরি করা হানিফি বর্ণমালায় রোহিঙ্গা ভাষা লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা পুরুষদের মধ্যে মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা, যেমন বাংলা বা বর্মী ভাষায় সাক্ষরতার হার ১০% থেকে ১৫%, আর মেয়েদের মধ্যে এই হার আরো কম।

রোহিঙ্গা ভাষায় ব্যবহৃত মানবিক সহায়তার কাজে শব্দগুলি (লিঙ্গ, সুরক্ষা, দায়িত্বশীলতা, ইত্যাদি) বাংলা শব্দগুলি থেকে একেবারে আলাদা, এমন কি চাটগাঁইয়া ভাষার থেকেও প্রায় ভিন্ন।

কিছু পরামর্শ

দোভাষীদের সাথে কথা বলার সময়ে এবং বিতরণের জন্য তথ্য লেখার সময়ে কঠিন পরিভাষা এড়িয়ে চলুন এবং সহজ ইংরাজি ব্যবহার করুন। সম্মতি, বেনামী, ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং এমন কি গোপনীয়তার মত শব্দ অনুবাদ করা কঠিন হতে পারে। দোভাষী, বিভিন্ন কর্মসূচীর কর্মী এবং স্থানীয় কমিউনিটির সাথে মিলে কাজ করুন যাতে পরিভাষাগুলির বুঝ সকলের জন্য একই হয়।

সমস্ত লিখিত তথ্যের সাথে ছবি দিন এবং যেখানে সম্ভব অডিও ও ভিডিওর মাধ্যমে তথ্য দিন।

ভুল বোঝাবুঝি কমানোর জন্য ধীরে ধীরে এবং স্পষ্টভাবে কথা বলুন। চাটগাঁইয়া দোভাষীদের আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্যের বিষয়ে জানাবেন। যোগাযোগ সহজ করার জন্য শব্দকোষগুলি দেখুন।

TRANSLATORS WITHOUT BORDERS

এই সহায়িকাটি ওঙগ ও জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় রচনা করা হয়েছে এবং এটির জন্য অর্থ সংস্থান করেছে ইউকে ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট, ইউনিসেফ ও অক্সফ্যাম।

OXFAM

আরও তথ্যের জন্য রোহিঙ্গা জুবান স্টোরি ম্যাপ পড়ুন। https://translatorswithoutborders.org/rohingya-zuban/

বাংলাদেশে ভাষা সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনের জন্য bangladesh@translatorswithoutborders.org -এর সাথে, অথবা সঙ্কটাপন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের জন্য সামগ্রিক ভাষা সংক্রান্ত সেবা ও সংস্থান সম্পর্কে আলোচনা করতে info@translatorswithoutborders.org-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো গভীরে রোহিঙ্গা ভাষাকে বোঝা

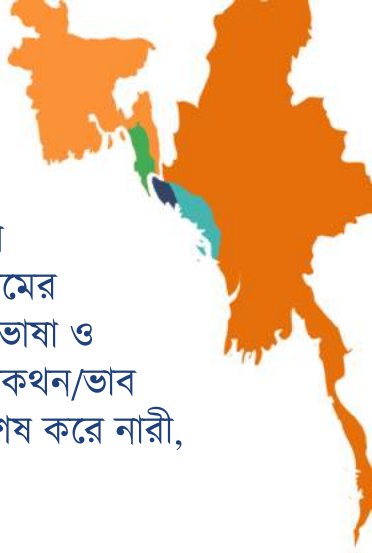

এই সব কেন জরুরি?

বোঝা না গেলে মানবিক সহায়তার তথ্যগুলো একেবারেই অকার্যকর। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। যেমন, রোহিঙ্গা এবং চট্টগ্রামের বাসিন্দারা সুরক্ষা ও গর্ভধারণের মত সাধারণ ধারণার জন্যেও আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। ভাষা ও যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতাগুলি কার্যক্রমের কর্মী এবং কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকদের কথোপকথন/ভাব বিনিময়ের গুণগত মান দারুণভাবে কমিয়ে দিতে পারে, যার ফলে সঙ্কটাপন্ন মানুষজন, বিশেষ করে নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা কি চাটগাঁইয়া ভাষা বুঝতে পারে?

এই মানবিক সহায়তার কাজে যে সমস্ত মানুষ দোভাষী হিসেবে সাহায্য করছেন তাদের অনেকেই চাটগাঁইয়া ভাষায় কথা বলেন। রোহিঙ্গা ভাষার মতোই চাটগাঁইয়া ভাষাও হচ্ছে এমন এক কথ্য ভাষা যার কোন আদর্শ লিখিত রূপ নেই। কক্সবাজার এলাকায় যে চাটগাঁইয়া ভাষায় কথা বলা হয় তার সাথে রোহিঙ্গা ভাষার খুব মিল থাকলেও, দুটি ভাষার টান এবং উচ্চারণে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এখানকার মানুষেরা তাদের ভাষাকে বাংলা ভাষার একটি আঞ্চলিক উপভাষা মনে করেন, কিন্তু চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী (রোহিঙ্গাদের মতোই) এবং বাংলা ভাষাভাষীরা একে অপরের ভাষা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন না । কক্সবাজার জেলার বাসিন্দা নন এমন কেউ যদি চাটগাঁইয়া ভাষায় দোভাষীর কাজ করেন তাকে আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্যের বিষয়ে সচেতন করা অত্যন্ত জরুরি।

রোহিঙ্গা ভাষায় “ উপভাষা ” বলে কি কিছু আছে?

হ্যাঁ। এই ভাষাভাষী মানুষেরা অন্য কোন কোন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছেন তার উপর নির্ভর করে তাদের ভাষায় কোন শব্দগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে বহুদিন ধরে বসবাসকারী উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের ভাষা বেশ কয়েক দশক ধরে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এতে চাটগাঁইয়া ও বাংলা ভাষার প্রচুর শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । রাখাইনে উপকূলে বসবাসকারী রোহিঙ্গা মানুষেরাও চাটগাঁইয়া ভাষার সংস্পর্শে এসেছেন। পুরো রাখাইন রাজ্যে, শহুরে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় রাখাইন ও বর্মী ভাষার সংস্পর্শে বেশী এসেছেন। যেহেতু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বেশীরভাগ মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ তাই তারা তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় অনেক আরবি ও ফার্সি শব্দ গ্রহণ করেছেন।

রোহিঙ্গারা কী অন্য ভাষায় কথা বলেন?

রোহিঙ্গা ভাষা ছাড়াও অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থী অন্য এক বা একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারেন, যার মধ্যে আছে: বর্মী, রাখাইন, চাটগাঁইয়া, বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজি। তবে এই ভাষাগুলির সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। রোহিঙ্গা ভাষাভাষীদের মধ্যে যারা মায়ানমারের স্কুলে পড়াশুনা করেছেন তারা বর্মী ও ইংরেজি ভাষার সাথে বেশী পরিচিত। যে সমস্ত শরণার্থীরা বহুদিন আগে বাংলাদেশে এসেছেন তাদের অনেকেই বাংলা বলতে পারেন। মহিলারা, যাদের বেশিরভাগ কোনোদিন স্কুলে যাননি, তাদের মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভাষা বোঝার সম্ভাবনা খুবই কম।

TWB কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (TWB) রোহিঙ্গা, চাটগাঁইয়া, বর্মী এবং বাংলা ভাষার অনুবাদক ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের একটি ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে যারা মানবিক সংস্থাগুলিকে সাহায্য করেন ভাষার প্রতিবন্ধকতাগুলি শনাক্ত করে, পাঠ্যকে আরো সহজবোধ্য করে, অডিও এবং লিখিত অনুবাদ সরবরাহ করে এবং মানবিক সহায়তার জন্য পরিভাষা তৈরি করে। এর পাশাপাশি TWB "ইন্টারপ্রেটর কানেক্ট" নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করছে এবং মানবিক সহায়তার কাজে যুক্ত মানুষদের যে ভাষাগত সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলির জন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়ক উপকরণ প্রকাশ করছে।